সম্পাদকের কলমে

প্রিয় পাঠক, 'পত্র-পত্রিকায় বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল। যেকোনো গ্রন্থেরই সপ্তম খণ্ড প্রকাশ শ্লাঘার বিষয়। তবে আত্মশ্লাঘা নয় অবশ্যই। আমি সংগ্রাহক মাত্র। শতাধিক বছর ধরে যে লেখকরা বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের বহু পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছেন পত্রিকার পাতায় এই মহাগ্রন্থের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁদেরই। সেদিক থেকে দেখলে এই গ্রন্থ দুটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি অবশ্যই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যটি হল শতাধিক বৎসর ধরে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকা। এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে রয়েছে আর্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র, সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বসুধারা, বাণী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নারায়ণ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সচিত্র শিশির, অর্চ্চনা, পঞ্চপুষ্প, আলেখ্য, চতুষ্কোণ, প্রচার, নবজীবন, নবভারত, পরিচয়, দেশ ইত্যাদি। এইসব মহামূল্যবান পত্র পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে আমরা তা দশ বছরের অধিক সময় ধরে সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। বঙ্কিমের সমসাময়িককাল থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধ আমরা সংগ্রহ করেছি এবং তারপর বিষয়ভিত্তিকভাবে তাদেরকে বিন্যস্ত করেছি প্রকাশকাল অনুযায়ী ক্রমপরম্পরায়। বলাইবাহুল্য কাজটি সময়সাপেক্ষ এবং বহু পরিশ্রমের ফসল। বিশেষত পত্র-পত্রিকাগুলির অবস্থা খুবই করুণ এবং তা দুষ্প্রাপ্যও বটে। ধূলি-ধুসরিত পত্রিকাগুলির অনেকগুলিই জেরক্স করবার মতো অবস্থাতেও নেই, তাই বহু প্রবন্ধই হাতে লিখে আনতে হয়েছে। আজ আর বলতে বাধা নেই বহু গ্রন্থাগার থেকেই বহুদিন ফিরে আসতে হয়েছে খালি হাতে। কিন্তু যে সম্পদের সন্ধান পেয়েছি সেখান থেকে ফিরে আসা বা মাঝপথে থেমে যাওয়ার কথা কোনদিন ভাবতে পারিনি। গ্রন্থাগারের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ঐশ্বর্য আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে

যার ফলশ্রুতি আজকের এই 'পত্র পত্রিকায় বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এর সপ্তম খণ্ডের আত্মপ্রকাশ। ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম খণ্ড আর এই প্রকাশিত হল সপ্তম খণ্ড। একথা বলাবাহুল্য, আমার সংগ্রহের বাইরেও থেকে গেল এমন বহু প্রবন্ধ।

সপ্তম খণ্ডে বিচিত্র বিষয়ে ২৮টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ অসম্ভব মূল্যবান, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিভিন্ন দিকের উপর বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ আলোকপাত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন একথা আমাদের এই গ্রন্থে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সাতটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে এখানে প্রবন্ধগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাভারত', 'বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভাবনা', 'বঙ্কিমের সমাজচিন্তা', 'বাংলা, বাঙালী ও বঙ্কিমচন্দ্র', 'সম্পাদক বঙ্কিম ও বঙ্গদর্শন', 'বঙ্কিমের নারীচিন্তা', 'রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র'। প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদা আলাদা ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'সম্পাদক বঙ্কিম ও বঙ্গদর্শন' শীর্ষক বিভাগটি। কারণটি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। যেহেতু পত্র-পত্রিকাই এখানে আমার বঙ্কিমচন্দ্রকে বন্দনা করার মাধ্যম সেইহেতু বঙ্গদর্শনের বিখ্যাত সম্পাদককে যে বিভাগে উজ্জ্বল করা হয়েছে সেই বিভাগটি আমার কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে। আর সেই সাথে একথাটি উল্লেখ্য যে, যেহেতু শতাধিক বছর ধরে প্রকাশিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থের সমস্ত খণ্ডগুলিতে স্থান পেয়েছে, বাংলা ভাষা ও লিপিকৌশলের একটি বিবর্তনও এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। পাঠক একটু নজর করলেই বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটি বিভাগেই ক্রমপরম্পরায় প্রবন্ধগুলি যত আমাদের কালের দিকে এগিয়েছে ভাষা সাধু থেকে চলিত হয়েছে, বাক্যের গঠনও বদলে গিয়েছে, জটিল বাক্যের জায়গায় ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার শুরু হয়েছে — এমনি আরো অনেক পরিবর্তন চোখে পড়বে।

এই সপ্তম খণ্ডের শুরুতেই রয়েছে উপেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাভারতকাল' নামক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে লেখক 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার যথার্থতা বিচার করেছেন, বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করে। কিশোরীমোহন রায় বিচার করেছেন 'বাঙ্গালা ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান'। তিনি সাহিত্যিক বঙ্কিমের পাশাপাশি বঙ্কিমকে দেখেছেন সমাজ সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, গীতার ব্যাখ্যাকার হিসেবে এবং বঙ্কিমের এই সত্তাগুলি সেইভাবে আলোকিত হয়নি বলে তিনি মনে করেছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস — "কিন্তু এমন দিন আসিবে যে দিন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা দেশের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনায় যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহা সমগ্র বঙ্গবাসী বুঝিবে এবং গ্রহণ করিবে; এবং সে দিন অবাধে স্বীকার করিবে বাঙ্গলার ইতিহাসে ও বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সর্ব্বোচে"। সরলা দেবী 'ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিমবাবু' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের

বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য উদ্ধৃত করে বঙ্কিমের ইতিহাস ভাবনার প্রবাহকে চিহ্নিত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, — "তিনি শুধু আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কোন পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন প্রণালীতে দীপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন"। সাহিত্য (১৩১৫)। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এক অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস'। লেখক লিখেছেন, — 'বঙ্গদর্শনে' ও 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র কয়টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া ঐতিহাসিক রচনার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন।" পরের প্রবন্ধটি যিনি লিখেছেন তিনি নিজেই ইতিহাস। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র'। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, — "মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন"। সেই সঙ্গেই রাখালদাস জানিয়েছেন "ঐতিহাসিক খোঁজে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি বাঙ্গালীর উৎপত্তির বিশ্লেষণ" (নারায়ণ, ১৩২২)। রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার ইতিহাস'। তিনি 'বাঙ্গালায় জাতিতত্ত্ব', 'আর্য্যাবর্ত্তের কলঙ্ক' ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের চোখে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রত্নতাত্ত্বিক', তিনি লিখেছেন, — "প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান — 'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। ... কি প্রকারে ও প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় — পাঠক যদি তাহা লিখিতে চান, তবে নিবিড়ভাবে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করুন।" ভবতোষ দত্তের মতে, — "বাংলা দেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি ভক্তিনম্রচিত্তে স্মরণ করবেন।"

পরের বিভাগ বঙ্কিমের সমাজচিন্তা। এই বিভাগের প্রথম প্রবন্ধ প্রফুল্লকুমার সরকার লিখিত 'সমাজ-সংস্কারে বঙ্কিমচন্দ্র'। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মধ্যপন্থী সংস্কারক বলে চিহ্নিত করে বলেছেন, — "তিনি অবশ্য বক্তৃতা বা সভা-সমিতির দ্বারা এই সংস্কারের চেষ্টা করেন নাই, ... তিনি সাহিত্যের দ্বারা এই সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন" এবং এরপর এই ক্ষেত্রটির বিস্তৃত ছবি তুলে ধরেছেন লেখক (বঙ্গদর্শন, ১৩১৮)। সুনীলকুমার বসু-র 'বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়' একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, "ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা বঙ্কিম সম্বন্ধে মনে ও মুখে গভীর আক্রোশ পোষণ করেন।" এই ধারণা যে কত ভুল তিনি তা প্রতিপন্ন করেছেন। সাধন গুহ "উনিশ শতকের দুইটি নাটক ও বঙ্কিমের সমাজচিন্তা" প্রবন্ধে মূলত 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার ও দর্পণ' এই নাটক দুটিকে অবলম্বন করে বঙ্কিমের যে সমাজবীক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল তারই ব্যাখ্যা করেছেন। বিষ্ণুপদ

ভট্টাচার্য 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ' প্রবন্ধে অভিনব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন — "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধে আমরা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্রের সন্ধান পাই, একটিতে ব্রাহ্মণের উজ্জ্বল মহিমান্বিত প্রবন্ধের দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, অপর দিকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহারই অধঃপতিত আদর্শভ্রষ্ট অন্ধকার রূপ"। এভাবেই নানা প্রবন্ধে ধরা রইল বঙ্কিমের সমাজভাবনার বিচিত্র অধ্যায়।

'বাঙলা, বাঙালী ও বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক বিভাগের প্রথম প্রবন্ধ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত 'বাঙ্গালীর মা', তিনি মনে করেছেন, "মাকে (বাংলা মা) উঠাইবার জন্য বঙ্কিমের অকৃত্রিম যে সঙ্কল্প তাহাই বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ দান"। মোহিতলাল লিখেছেন, — 'বাংলায় নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র'। পূর্ণেন্দু পত্রীর '১৮৫৭, বঙ্কিম ও বাঙালি সমাজ' প্রবন্ধটিও অসাধারণ ভাবনার প্রতিচ্ছবি ও নতুন গবেষণার দিক নির্দেশক।

পরের বিভাগটিতে দেখা মিলবে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমের। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'বঙ্গদর্শন, বঙ্কিমচন্দ্র ও যুগমানস' প্রবন্ধে লিখেছেন, — "বঙ্গদর্শন তাই শুধু একটি মাসিকপত্র নয়, তা একটি যুগের প্রতিনিধিও এবং তার ঠিক আগের বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং অল্প পরের ভারতী ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মত কাগজই সেদিন ছিল না। ... সত্যিই বঙ্কিম অসাধ্য সাধন করেছিলেন সেদিন।" ভবতোষ দত্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' প্রবন্ধে লিখেছেন, — "বঙ্গদর্শন বাঙালির কাছে কী সম্পদ বহন করে এনেছিল, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই দিয়েছেন।" এরপর তিনি বঙ্গদর্শনের উদ্ভবের এবং বিবর্তনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহ পাঠক সমাজে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা বিবৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন — "বঙ্গদর্শন যে বাংলা উপন্যাসে পালাবদলের সংকেত বয়ে এনেছিল, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা সকলেই একমত।" রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর উপর আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে "আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা কি রূপ নিয়েছিল বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তাঁর সুস্পষ্ট ছাপ আছে," — এই মন্তব্য করেছেন নির্মল সুকুল 'বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞানচর্চা' প্রবন্ধে। বিভাগটি নিঃসন্দেহে 'বঙ্গদর্শন'-কে কেন্দ্র করে নতুন ভাবনার সঞ্চার করবে।

বঙ্কিমের নারী বিষয়ক চিন্তা স্থান পেয়েছে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্র' প্রবন্ধে। তাঁর মতে — "বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতির সম্মুখে জাতীয় উন্নতির জন্য নারীজাতির ভিন্ন ভিন্ন নারীত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন।" এ বিষয়ে আরো দুটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ হল — 'বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎসাহিত্যে নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশ' যেটি লিখেছেন অন্নপূর্ণা গোস্বামী আর তপতী সরকার লিখেছেন

'বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্র'। অশোক মিত্রের ভাবনায় উঠে এসেছে 'নারী সাম্য ও বঙ্কিমচন্দ্র।'

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একটি অভিনব বিষয়কে অবলম্বন করে প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের যে উপন্যাসগুলি অবলম্বনে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলির সার্থকতা ও ব্যর্থতা বিচার করেছেন। অন্যদিকে নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নিয়ে যে চলচ্চিত্রগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলির পরিচয় দিয়েছেন 'সেলুলয়েডের পাতে বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে। জানা যায় গিরিশচন্দ্র প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'কে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চাভিনয় শুরু করেন। তিনি 'মৃণালিনী' 'বিষবৃক্ষ' এগুলিরও নাট্যরূপ দেন। তাঁর অভিনীত সীতারামের কথা মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। আস্তে আস্তে অন্যরাও বঙ্কিমের লেখনীকে নাট্যরূপ দান করে নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেন। অন্যদিকে নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন — "সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নিয়েই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রের জয়যাত্রা শুরু হল এবং আজও বঙ্কিমের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ন অব্যাহত আছে।"

আমার পরিবারের সকলে পাশে থেকেছেন বলেই এই মহাগ্রন্থের নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। তাঁদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়ে অভিযান পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রী মারুফ হোসেন আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী সবসময় সাথে আছে, তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবশেষে প্রিয় পাঠক, আপনাদেরও জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

সবাই ভাল থাকুন।

ধন্যবাদান্তে —

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা আন্তর্জাতিক
বইমেলা, ২০২২

বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাভারত

বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাভারতকাল ❐ উপেন্দ্রনাথ রায় ১৫

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভাবনা

বাঙ্গালার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ❐ কিশোরীমোহন রায় ২২
ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিমবাবু ❐ সরলা দেবী ৩৬
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস ❐ অজ্ঞাত ৪২
ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র ❐ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার ইতিহাস ❐ শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৫৬
প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র ❐ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৬
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস ❐ ভবতোষ দত্ত ৭৭

বঙ্কিমের সমাজচিন্তা

সমাজ-সংস্কারে বঙ্কিমচন্দ্র ❐ প্রফুল্লকুমার সরকার ৯০
বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায় ❐ সুনীলকুমার বসু ১১৩
উনিশ শতকের দুইটি নাটক ও বঙ্কিমের সমাজচিন্তা ❐ সাধন গুহ ১২১
বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ ❐ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ১৩৩

বাঙলা, বাঙালী ও বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্গালীর মা ❐ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৫৮
বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র ❐ মোহিতলাল মজুমদার ১৬২
১৮৫৭ : বঙ্কিম ও বাঙালি সমাজ ❐ পূর্ণেন্দু পত্রী ১৭২

সম্পাদক বঙ্কিম ও বঙ্গদর্শন

বঙ্গদর্শন, বঙ্কিমচন্দ্র ও যুগমানস ❐ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ২০১
বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন ❐ ভবতোষ দত্ত ২০৫
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস ❐ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ২২৬
বঙ্গদর্শনের কয়েকজন লেখক ❐ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৪৩
বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞানচর্চা ❐ নির্মল সুকুল ২৫৮
সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ❐ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ২৬৭

বঙ্কিমের নারীচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-চরিত্র ❐ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৮৫
বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যে নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশ ❐ অন্নপূর্ণা গোস্বামী ২৯২
বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্র ❐ তপতী সরকার ২৯৮
নারী সাম্য ও বঙ্কিমচন্দ্র ❐ অশোক মিত্র ৩০৮

রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ ❐ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩১৬
রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের সুবর্ণগোলক ❐ তপোবিজয় ঘোষ ৩২৫
সেলুলয়েডের পাতে বঙ্কিমচন্দ্র ❐ নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৩০

পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে যা আছে এবং যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ ও আকর পত্রিকা ৩৪৯